S·De·Studio

প্রকৃতি দেবী তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় নিয়মে নারীকে সকল আভরণের শ্রেষ্ঠ, যে আভরণে সাজিয়ে দেন—তা হচ্ছে তার সন্তান। এই বস্তুটির আসল আকর্ষণ থাকে তার সহজ অথচ সূক্ষ্ম পরিশোভনে—তার জীবনে,—তার প্রকৃতি ধর্ম্মে।

মানুষের তৈরী অলঙ্কারও তার সৌন্দর্য্যের জন্য তেমনই নির্ভর করে—পরিকল্পনা ও ব্যঞ্জনার মৌলিকত্ব—এবং নিখুঁত কারীগরীর উপর—কারণ ঐগুলিই হলো শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার স্পর্শ।

আমাদের প্রত্যেকটি অলঙ্কারেই "এম-বি-এস" ছাপ থাকে। পছন্দসই নানা রকমের অলঙ্কার সর্ব্বদাই তৈরী থাকে এবং বিশেষ বিশেষ রুচী মতও অলঙ্কার তৈরী ক'রে থাকি। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়। মজুরী সুলভ।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট্ বি সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

১২৪, ১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

SB ফোন : বি, বি, ১৭৬১ গ্রাম : ব্রিলিয়ান্টস্ M7

এস ডি. প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

কতদূর

পরিচালনা : চিত্ত বসু

সঙ্গীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

কথা, কাহিনী ও গান : প্রেমেন্দ্র মিত্র

কর্ম্মী সংঘ :			সহকর্ম্মীগণ :
চিত্রশিল্পে :	প্রবোধ দাস	::	রবি মজুমদার, নরেশ নাথ,
শব্দযন্ত্রে :	মিঃ শম্ভু সিং	::	পরেশ দাশগুপ্ত, গৌরী মুখার্জ্জী,
রসায়নাগারে :	উমা মল্লিক	::	অজিত মোদক, আশু ঘোষ।
আলোকসম্পাতে :	দেবী মণ্ডল	::	চন্দ্রানন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় :	তারু ভট্টাচার্য্য	::	প্রফুল্ল বসু
পটশিল্পী :	সুধীর খাঁন্	::	প্রভাস সরকার

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী

শিল্পনির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী

রূপসজ্জায় : কার্ত্তিক দাস ও আশগার আলি

সহকারী পরিচালকগণ : অমল দত্ত ও কমল গাঙ্গুলী

★

—ভূমিকা লিপি—

শ্রীমতী মলিনা, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণিমা, শ্যাম লাহা, শৈলেন চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভা, রেবা, জীবেন, কানু (এঃ), রঞ্জিত, নৃপতি, আশু বোস, মনোরঞ্জন, বিজয় মুখার্জ্জী, বিজলী, সতু।

★

অরোরা ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

১। ডালিয়া টেলারিং কোং লিঃ
২। গ্লোব নার্শরী
৩। জি. পাল এণ্ড সন্স
৪। ডি. রতন এণ্ড কোং

পরিবেশক : সানরাইজ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

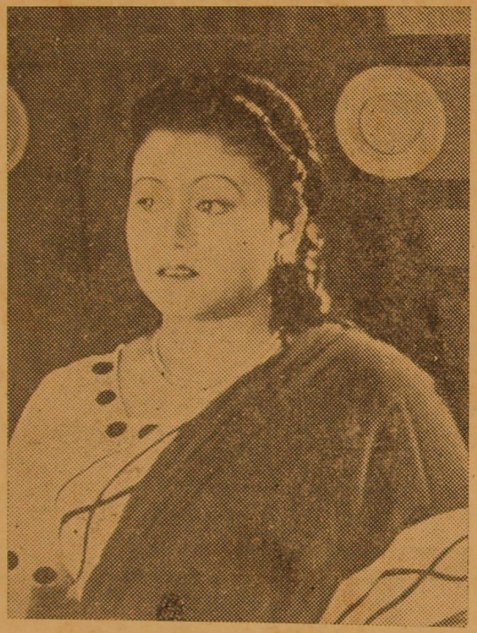

কতদূর

মনে করুন, আপনি পছন্দমত উপহারের কতকগুলি জিনিষ কিনে বাড়ী ফিরলেন, নব পরিণীতা স্ত্রীর হাতে জিনিষগুলি তুলে দেবার কল্পনায় মন আপনার ফুর্ত্তিতে ভরপুর, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আপনি যদি হালকা সুরে একটু শিস দিয়েও ফেলেন তাতেও দোষ নেই—কিন্তু ঘরে ঢুকে যদি সেই পরিচিত প্রিয় মুখটী দেখতে না পান, এমন কি তার সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে— ?

আমাদের এ গল্পের নায়ক বিকাশের কপালেও ঘটে গেল ঠিক তাই। অবশ্য বিকাশের বাড়ী ফিরতে একটু রাত হয়েছিল, এই ধরুন রাত বারটা। কিন্তু এরকম রাততো তার প্রায়ই হত, কয়েকবার সুলতাকে সময় মত ফেরবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে না হয় কথা রাখতে পারেনি, কোন না কোন কারণে তাসের আড্ডা থেকে ফিরতে তার রাত হয়েই গেছে, তাই বলে এত বড় কঠিন শাস্তি ?

স্বামীর ঘরের পরেই মেয়েদের নিরাপদ আশ্রয় হল বাপের বাড়ী। সেখানেও সুলতার সন্ধান পাওনা গেল না খবর পাওয়া গেল রাতটা কাটিয়েই পরের দিন সকালে সে সেখান থেকেও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আমরা কিন্তু সুলতাকে দেখতে পেলাম জনসেবক, দেশবিখ্যাত নেতা সত্যকিঙ্কর বাবুর বাড়ীতে, তাঁরই সেক্রেটারী হিসেবে। অবশ্য এর মূলে ছিল সুজিত, সুলতার ছোড়দা। সত্যকিঙ্কর বাবু খেয়ালী লোক, দিবা রাত্রি গোজাতির চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁর এবং তাঁর একমাত্র মেয়ে মিলির সঙ্গে সুজিতের পরিচয়টা অনেকদিনের। ইদানিং সত্যকিঙ্কর বাবু একটা মিথ্যে সন্দেহে তার প্রতি অপ্রসন্ন হওয়ায় সুজিৎ একটু অসুবিধেয় পড়েছিল। কাজেই সুলতার আসল পরিচয় গোপন রেখে তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসার মধ্যে সুজিতের সেই অসুবিধেটুকু কাটাবার উদ্দেশ্য থাকাও কিন্তু আশ্চর্য্য নয়।

এদিকে পলাতক স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বিকাশ কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে সুরু করে। কিন্তু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বোধ হয় ভাঙামন জোড়া দেবার পক্ষে প্রশস্ত নয়, তাই তাতে কোন ফল হয় না। শেষ পর্য্যন্ত বিকাশ মারাত্মক একটা উপায় খুঁজে বার করলো। সে আবার বিয়ে করবে ; এবং পাত্রী চাই বলে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হতে লাগলো বিকাশের নামে।

টনক পড়লো সুলতার।

কিন্তু স্বামী আবার বিয়ে করতে উদ্যত এ খবর পেয়ে কোন মেয়ে যদি অজ্ঞাতবাস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে দেখে সেখানে শুধু ঘটক আর বন্ধুবান্ধবদের ভিড়, শুধু তাই নয়, কোন উৎসাহী ঘটক যদি একেবারে পাত্রী সমেত সেখানে হাজির হয়, ত হলে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখা কি তার পক্ষে সম্ভব ?

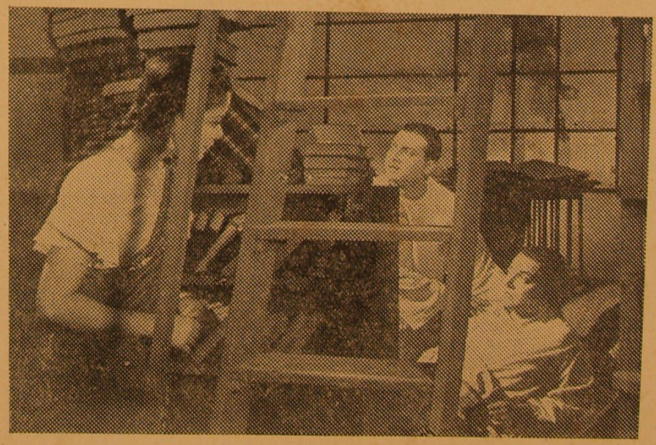

সুলতাকেও তাই এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করেই ফিরে আসতে হয়।

এর কয়েকদিন পরেই বিকাশ কিন্তু সভাস্থলের সামান্য একটা পরিচয়ের সূত্র ধরে একেবারে সত্য কিঙ্কর বাবুর বাড়ীতে এসে হাজির। সুলতার মুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে, কিন্তু খুসী হয় আর একজন —সত্যকিঙ্কর বাবুর ভাগনে সজনী।

সুলতা আসার পর এ বাড়ীতে তার আসা যাওয়া ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু ও-তরফ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে সে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় বিকাশ এসে তাকে দিলে নতুন প্রেরণা আর উৎসাহ। বলা বাহুল্য সজনী বিকাশের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য।

এক দিকে বিকাশকে অস্বীকার করবার দুষ্কর চেষ্টা আর এক দিকে সজনীর হাস্যকর আতিশয্যের মধ্যে সুলতা যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, সেই সময় সত্যকিঙ্কর হঠাৎ একদিন মিলির সঙ্গে বিকাশের বিয়ের প্রস্তাব করে ফেললেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, বিকাশও রাজী হয়ে গেল।

প্রমাদ গণলে সুজিত। ছুটলো সে মিলির কাছে। বিকাশের আসল পরিচয়টা প্রকাশ করে বললে, এ বিয়ে থামাতেই হবে মিলি, সুলতা নইলে আত্মহত্যা করবে।

আত্মহত্যা! সত্যি, যে অভিমানী মেয়ে সুলতা, কিছুই তার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।

কথাটা বিকাশের কানে গেল। কিন্তু কি করবে বিকাশ, কি করে সুলতাকে নিরস্ত করবে সে?

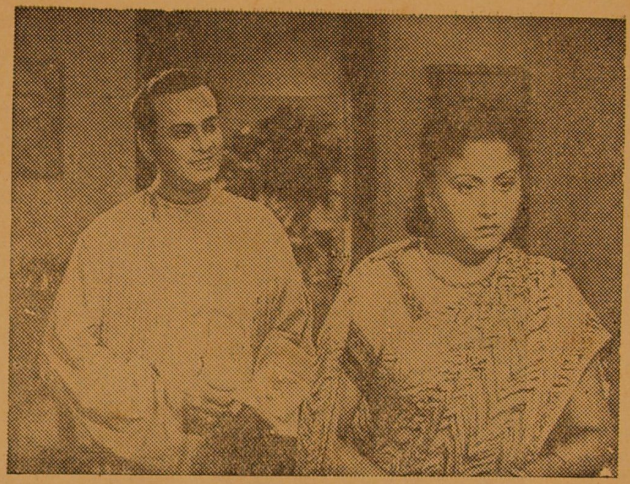

কেউ তার সঙ্গে কথাই বলে না, না সুজিৎ না সজনী, মিলি পর্য্যন্ত না। আর সুলতা? সে ত নাগালের বাইরে। চারিদিকে শুধু চুপি চুপি কথাবার্ত্তা, চোখে চোখে সঙ্কেত, রহস্যময় দুর্ব্বোধ্য কতকগুলো ইঙ্গিত!

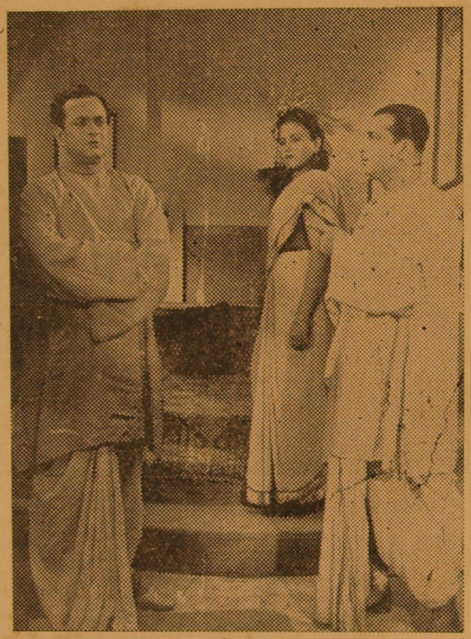

সে দিন রাত্রিতে সুজিৎ যখন চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে সুলতার ঘরে যাচ্ছে, তার হাতের প্যাকেট থেকে পড়ে গেল একটা শিশি। বিকাশ নিজের চোখে দেখলে শিশিটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা ঃ বিষ! বিকাশ কি করবে স্থির করবার আগেই সুজিৎ নেমে এসে শিশিটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যায় উপরে—সুলতার ঘরে; বিকাশকে একটা কথা বলবার অবসর পর্য্যন্ত দেয় না।

সুলতা তা হলে আত্মহত্যাই করবে, তার আর ভুল নেই!

বিকাশের হিসেবের কোন ভুল হয়েছিল কি না, ব্যাপার সত্যিই কতদূর গড়ালো, সেটুকু রূপালী পর্দ্দাতেই দেখুন।

গান ঃ

(১)

দূরে যখন থাকি আমার আকাশে
কেন তার ভাবনা গুলি পাঠায় না সে।
দূরের সাগর যেমন করে
কামনা মেলে ধরে,
কাছে যেতে পারে না তাই
মেঘ-মায়া হয়ে ভাসে।
এই বিরহ সইতে শুধু পারি যদি
সাগর হ'ত সে, আর আমি হ'তাম নদী।
তখন তার ভাবনা হত মেঘের মত
মনের কথা গুলি মেলে যেত ভেসে—
সারাদিন বুকের মাঝে
ঢেউ জাগানো বাতাসে॥

(২)

বাদল কি শুধু গগণে—
কখন নেমেছে দেখি মনে।
দিকে দিকে ঘনাইছে ছায়া
মধুর মেদুর মেঘ-মায়া।
থেকে থেকে দোলা দেয় সহসা
উতলা-স্মৃতি না সমীরণে।
অবিরাম ঝর ঝর ধারে
কারে মনে পড়ে বারে বারে।
যে আসায় হিয়া দুরু দুরু
মেঘে তাই বাজে গুরু গুরু।
বিজলী কা'র চাহনি
হৃদয় চমকে ক্ষণে ক্ষণে।

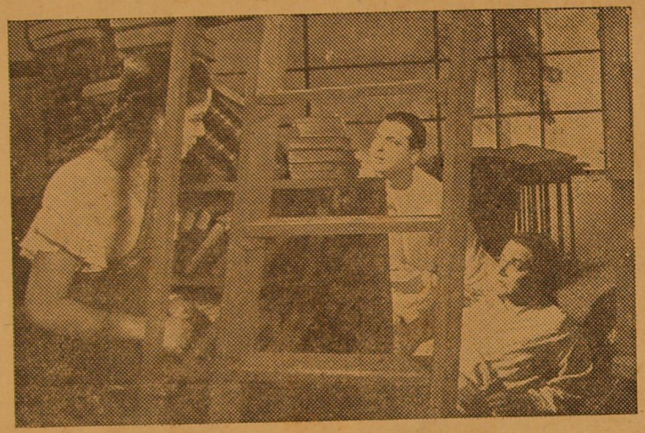

(৩)

বাবুর বাড়ীর চাকরি চমৎকার,
একাধারে বামুন চাকর এবং চৌকিদার।
এই বাজারে এই ভাঁড়ারে,
তক্ষুণি ফের রান্নাঘরে,
দশাননের হাতগুলো হায়
পেতাম যদি ধার।
জানতা সবি থোড়া থোড়া,
খালি চড়তা নেহি ঘোড়া,
কাঁহা মিলেগা হামার জোড়া
এ্যায়সা হুঁসিয়ার।
কভি কভি নিদ্ ভি আতা
ঢুলে একটু পড়তা মাথা,
চক্ষু বুজে তবুও হাঁকি
এইও খবরদার।

(৪)

এবার চলে যাই
তোমার নতুন ভোরে করুণ
তারার কোথা ঠাঁই।
যখন ছিল তিমির রাতি
একা তোমার ছিলাম সাথী
হয়ত বারেক চেয়েছিলে
রহিল মনে তাই।

ডালিয়া টেলারিং কোং লিঃ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

সামরিক বেসামরিক প্রতিষ্ঠান এবং সিনেমা ও
রঙ্গমঞ্চের অন্যতম পরিচ্ছদ পরিবেশক

★
শাড়ী
পোষাক
ও
হোসিয়ারী
এবং
★

★
শাল
আলোয়ান
ও
শয্যাদ্রব্যের
বিপুল সম্ভার
★

আমরা এ পর্য্যন্ত এই সাফল্যমণ্ডিত ছায়াচিত্র ও
মঞ্চাভিনয়গুলিকে পরিবেশন করিয়াছি

যোগাযোগ :: প্রতিকার
বিদেশিনী :: সন্ধ্যা
উদয়ের পথে :: জীবন সঙ্গিনী
ওয়াপস :: মাটির ঘর

দুই পুরুষ :: রাষ্ট্রবিপ্লব
দেবদাস :: বিংশ শতাব্দী
রামের সুমতি :: বৈকুণ্ঠের উইল
ভোলামাষ্টার :: অধিকার

কতদূর

অপরূপ রূপরচনায়

শান্তি কেমিক্যালের

প্রসাধন দ্রব্যই অতুলনীয়

শান্তি কেমিক্যাল ওয়ার্কস

কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেন্টস : শান্তি ষ্টোরস

৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এস, ডি, প্রোডাকসন্স এর পক্ষ হইতে রনেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ৯২বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, নারায়ণ প্রেস হইতে এস, সি, দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।